Contents

কোরআন ও কলেমাখানী
সমস্যা সমাধান

মাওলানা আহমাদ আলী

সম্পাদনায়
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	২য় সংস্করণে সম্পাদকের নিবেদন	০৫
২.	খানা অনুষ্ঠান ও তার ছওয়াব মাইয়েতকে বখ্‌শে দেওয়ার পক্ষে বানোয়াট দলীল সমূহ	০৭
৩.	শোকসভা ও খানাপিনা	০৮
৪.	কবরে কুরআন পাঠ ও তার ছওয়াব মাইয়েতকে বখ্‌শে দেওয়া	০৯
৫.	দৈহিক ইবাদত	১০
৬.	চল্লিশার খানা	১২
৭.	ওরস বা বার্ষিকী	১৩
৮.	শাবীনা; ফাতেহাখানী	১৪
৯.	কুরআন নিঃসন্দেহে শিফা	১৭
১০.	কুরআন দিয়ে নানাবিধ অন্যায় কর্ম; ভিক্ষা করা	২০
১১.	অন্যের ক্ষতি করা অথবা নিজের নেক মকছূদ হাছিল করা	২০
১২.	জুম'আর দিন সূরা কাহফ পাঠ করা	২১
১৩.	সূরা মুল্‌ক পাঠ; কবরে মানত করা ও পশু যবহ্ করা	২১
১৪.	কুরআন দিয়ে তাবীয করা; সর্বরোগনাশক তাবীয	২৩
১৫.	ইলম বৃদ্ধির তদবীর; জেল থেকে বাঁচার তদবীর	২৪
১৬.	দো'আ ইউনুস দিয়ে তদবীর	২৫
১৭.	রোগ মুক্তির দো'আ	২৬
১৮.	গৃহ নিরাপদ রাখার উপায়; গর্ভ রক্ষার দো'আ	২৭
১৯.	গর্ভ রক্ষার আরেকটি দো'আ; পরীক্ষিত দু'টি তদবীর	২৮
২০.	সুখ প্রসব	২৯
	*****	
২১.	লেখকের ভূমিকা : অবতরণিকা	৩৩
২২.	১ম সংস্করণের প্রথম ও শেষ কভার পৃষ্ঠার ছবি	৩৪
২৩.	উস্তাদ শিষ্যে আলাপন; শিক্ষক মহোদয়ের অভিযোগ	৩৫
২৪.	সবিনয় অনুরোধ; শিক্ষক মহোদয়ের আক্ষেপ ও উত্তরের স্বীকৃতি	৩৬
২৫.	পারিশ্রমিক গ্রহণকারীর ছওয়াব রেছানীর অসারতা সম্বন্ধে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ছাহেবের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত	৩৬
২৬.	মাননীয় শিক্ষক ছাহেব কর্ত্তৃক আলোচনা	৩৮

Contents

২৭. ছওয়াব রেছানী সম্বন্ধে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ছাহেবের বজ্র কঠোর মন্তব্য; শিক্ষক মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ মন্তব্য ৩৯
২৮. ছাত্রদ্বয়ের কথোপকথন ৪০
২৯. আফছার মিয়ার আক্ষেপপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ এবং এ সম্বন্ধে আরো কিছু জানবার প্রবল আকাংখা ৪১
৩০. ছওয়াব রেছানীর অসারতা সম্বন্ধে আরও কিছু সদলীল জানবার প্রবল আকাংখা এবং উহার কারণ দৃষ্টান্ত সহ পরিচয় ৪২
৩১. পারিশ্রমিক গ্রহণে কোরআন ও কলেমাখানীর অসারতা সম্বন্ধে আল্লামা রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী ছাহেবের গবেষণাপূর্ণ ফৎওয়া ৪৩
৩২. মাননীয় শিক্ষক মহোদয়ের সাধু মতামত ৪৪
৩৩. পারিশ্রমিক গ্রহণে কোরআন ও কলেমাখানীর অবৈধতা সম্বন্ধে দেউবন্দের ফৎওয়া ৪৫
৩৪. শিক্ষক মহোদয়ের আক্ষেপপূর্ণ মনোভাব পরিবেশন ৪৬
৩৫. দেউবন্দের দ্বিতীয় ফৎওয়ার কেতাব ‘এমদাদুল মুফতীন’-এর ফৎওয়া ৪৭
৩৬. পারিশ্রমিক গ্রহণে কোরআনখানীর অবৈধতা সম্বন্ধে অপ্রতিদ্বন্দি মুফতী মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবী ছাহেবের ফৎওয়া ৪৭
৩৭. মাননীয় শিক্ষক মহোদয়ের ফয়ছালা ৪৮
৩৮. আফছার মিয়ার পরিতুষ্টি ও নিষ্কাম মনোভাবের পরিচয় ৪৯
৩৯. ছাত্রদ্বয়ের নিষ্কাম মনোভাবের পরিচয় ৫০
৪০. আফছার মিয়ার বিদায় ও নিষ্কাম কোরআনখানী সম্বন্ধে আলোচনা ৫৩
৪১. মহীউদ্দীন কর্ত্তৃক কোরআনখানী সম্বন্ধে একটা সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা ৫৩
৪২. শারীরিক এবাদত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও মহীউদ্দীন কর্তৃক উত্তর ৫৬
৪৩. মোর্দার জন্য দোয়া বখ্‌শে দেওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা যেহেতু উহাও শারীরিক এবাদত ৫৭
৪৪. আফছার মিয়ার নিষ্কাম স্বীকারোক্তি ৬০
৪৫. উপসংহার ৬৩
৪৬. সম্পাদকের স্মরণীয় ঘটনা সমূহ ৬৫
৪৭. লেখক মাওলানা আহমাদ আলীর মূল পাণ্ডুলিপি থেকে বাংলা, আরবী, উর্দূ ও ফারসী হস্তাক্ষরের নমুনা সমূহ ৭১

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده

২য় সংস্করণে সম্পাদকের নিবেদন

(كلمة المراجع فى الطبعة الثانية)

মানুষের নিজের সৎকর্মের পুরস্কার এবং অসৎকর্মের শাস্তি মানুষ নিজেই ভোগ করবে। মৃত্যুর সাথে সাথে তার সমস্ত আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তবে তার জীবদ্দশায় কৃত তিনটি নেক আমলের ছওয়াব মৃত্যুর পরেও জারী থাকে। যা তার আমলনামায় যুক্ত হয়। সে তিনটি হ'ল (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ (২) এমন ইল্‌ম যা থেকে মানুষের কল্যাণ লাভ হয় (৩) সুসন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[১] সন্তানের দো'আ পিতা-মাতার জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ স্বরূপ। অমনিভাবে মুমিনের জন্য মুমিনের দো'আ এবং পূর্ববর্তীদের জন্য পরবর্তীদের দো'আ সবই ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ *(হাশর ৫৯/১০)*।

আরও দু'টি বিষয়ের কথা ছহীহ হাদীছে পাওয়া যায়। একটি হ'ল, মাইয়েতের পক্ষ থেকে হজ্জ করা। যদি সক্ষমতা থাকে এবং যদি সে নিজের হজ্জ আগে করে থাকে'।[২] যাকে 'হজ্জে বদল' বা বদলী হজ্জ বলা হয়। আরেকটি হ'ল ছিয়াম রাখা। যদি সেটি মাইয়েতের মানতের ছিয়াম হয়' *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৮)*। অবশ্য এর বিনিময়ে উত্তরাধিকারীগণ ফিদইয়া দিতে পারেন। তা হ'ল দৈনিক একজন মিসকীনকে খাওয়ানো। যার পরিমাণ দৈনিক এক মুদ বা সিকি ছা' গম (অথবা চাউল)'।[৩] তবে ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, لاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ 'কেউ কারো পক্ষ থেকে ছিয়াম রাখতে পারে না বা ছালাত আদায় করতে পারে না'।[৪] কারণ এগুলি দৈহিক ইবাদত। যা জীবদ্দশায় যেমন কাউকে দেওয়া যায় না, মৃত্যুর পরেও তেমনি কাউকে দেওয়া যায় না। বরং আমল যার ফল তার। আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، 'যে

১. মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩ 'ইলম' অধ্যায়। এছাড়াও দ্রষ্টব্য : ইবনু মাজাহ হা/২৪২, ৩৬৬০; আহমাদ হা/১০৬১৮; মিশকাত হা/২৫৪, ২৩৫৪; ছহীহাহ হা/১৫৯৮।

২. আবুদাঊদ হা/১৮১১; ইবনু মাজাহ হা/২৯০৩; মিশকাত হা/২৫২৯।

৩. বায়হাক্বী হা/৮০০৪-০৬, ৪/২৫৪, সনদ ছহীহ; হেদায়াতুর রুওয়াত হা/১৯৭৭, ২/৩৩৬ পৃ.; মির'আত হা/২০৫৪-এর ব্যাখ্যা, ৭/৩২ পৃ.; ইরওয়া হা/১৩৯, ১/১৭০ পৃ.।

৪. মুওয়াত্ত্বা হা/১০৬৯, পৃ. ৯৪; মিশকাত হা/২০৩৫ 'ছওম' অধ্যায় 'ক্বাযা' অনুচ্ছেদ; বায়হাক্বী হা/৮০০৪, ৪/২৫৪।

ব্যক্তি নেক আমল করল, সেটি তার নিজের জন্যই করল। আর যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম করল, তার পাপ তার উপরেই বর্তাবে' *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/৪৬)*। অতএব অন্যের কোন নেক আমল মাইয়েতের আমলনামায় যোগ হবে না। কেবল অতটুকু ব্যতীত, যেটুকু বিষয় উপরে বর্ণিত হয়েছে।

প্রচলিত 'কুরআন ও কলেমাখানী' অর্থাৎ পুরা কুরআন পাঠ করে ও এক লক্ষ বার কালেমা তাইয়েবা *লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ* পড়ে মাইয়েতের উপর তার ছওয়াব বখ্শে দেওয়া বা ঈছালে ছওয়াবের প্রথা ইসলামের নামে একটি বিদ'আতী প্রথা মাত্র। যাকে এদেশে 'লাখ কালেমা' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। স্বর্ণযুগের পর ভ্রষ্টতার যুগে অমুসলিমদের দেখাদেখি এগুলি মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। অনেকে হজ্জ ও ছিয়ামের বিষয়টিকে ঈছালে ছওয়াবের দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। অথচ শরী'আতে মাল 'হেবা' করার দলীল আছে। কিন্তু ছওয়াব 'হেবা' করার দলীল নেই। যেমন বদলী হজ্জকারী বলেন, 'লাব্বাইক 'আন ফুলান' (অমুকের পক্ষ হ'তে আমি হাযির)। এখানে যদি কেউ নিজের হজ্জ করার পরে বলে যে, আমার এই হজ্জের নেকী অমুককে দিলাম। তবে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ নিজের হজ্জের নেকী সে নিজে পাবে, অন্যে পাবে না। আর ছওয়াব হ'ল আমলের প্রতিদান মাত্র। যেমন আল্লাহ বলেন, جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ '(বান্দাগণ পাবে) তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ' *(সাজদাহ ৩২/১৭)*।

বস্তুতঃ কুরআন এসেছিল জীবিতদের পথ দেখানোর জন্য *(ইয়াসীন ৩৬/৭০)*; মৃতদের জন্য নয়। আব্দুর রহমান বিন শিবল (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, إِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلاَ تَغْلُوا فِيهِ وَلاَ تَجْفُوا عَنْهُ وَلاَ تَأْكُلُوا بِهِ وَلاَ تَسْتَكْثِرُوا بِهِ– 'তোমরা কুরআন পাঠ কর। এতে বাড়াবাড়ি করো না এবং এর তেলাওয়াত থেকে দূরে থেকো না। এর মাধ্যমে তোমরা খেয়ো না ও সম্পদ বৃদ্ধি করো না'।[৫] অথচ 'কুলখানী' ও 'কুরআনখানী' প্রভৃতির মাধ্যমে কুরআন এখন আমাদের খাদ্য ও সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এতে কুরআন আমাদের জন্য শাফা'আত করবে না। বরং লা'নত করবে। এজন্যেই প্রবাদ বাক্য চালু হয়েছে, رُبَّ تَالٍ لِلْقُرْآنِ

৫. আহমাদ হা/১৫৫৬৮; ছহীহাহ হা/৩০৫৭।

وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ ‘বহু কুরআন তেলাওয়াতকারী আছে, কুরআন যাদের উপর লা‘নত করে থাকে’। যেমন খারেজী চরমপন্থীদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَلاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، ‘তারা কুরআন তেলাওয়াত করবে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না...’।[৬] অর্থাৎ কুরআনের প্রকৃত মর্ম তারা অনুধাবন করবে না। ফলে কুরআন আগমনের উদ্দেশ্য বিরোধী কাজে তারা কুরআনকে ব্যবহার করবে। এ কারণেই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ ‘আল্লাহ এই কিতাব দ্বারা বহু দলকে উঁচু করেন ও বহু দলকে নীচু করেন’ *(মুসলিম হা/৮১৭; মিশকাত হা/২১১৫)*।

পতন যুগে মুসলিম সমাজে ইসলামের নামে বহু কিছু চালু হয়েছে। যা আদৌ ইসলামী প্রথা নয়। এ বিষয়ে মূলনীতি হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ‘যে ব্যক্তি আমাদের শরী‘আতে নতুন কিছু উদ্ভাবন করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’।[৭]

খানা অনুষ্ঠান ও তার ছওয়াব মাইয়েতকে বখ্‌শে দেওয়ার পক্ষে বানোয়াট দলীল সমূহ :

(১) মদীনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুর পর তৃতীয় দিন ছাহাবী আবু যার গিফারী কিছু শুকনা খেজুর ও দুধ যার মধ্যে যবের রুটি ছিল, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে নিয়ে আসেন। তিনি তাতে সূরা ফাতিহা ও তিনবার সূরা ইখলাছ পাঠ করেন এবং হাত উঠিয়ে দো‘আ করে মুখে মুছেন। অতঃপর আবু যার গিফারীকে বলেন, এগুলি লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। আমি এর ছওয়াব আমার বেটা ইবরাহীমকে বখ্‌শে দিলাম’।

এখান থেকেই মৃত্যুর তৃতীয় দিনে ‘কুলখানী’ এবং ‘খানা’-র অনুষ্ঠানের দলীল নেওয়া হয়েছে। এটাও বলা হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) তাঁর পুত্র ইবরাহীমের জন্য মৃত্যুর তৃতীয় দিনে, দশম দিনে, বিশ দিনে ও চল্লিশ দিনে শুকনা খেজুর ইত্যাদির উপরে সূরা ফাতিহা পড়ে দিতেন ও ছাহাবীদের খাওয়াতেন’। এগুলি সম্পূর্ণরূপে জাল ও বানোয়াট কাহিনী মাত্র। ভারত বিখ্যাত হানাফী

৬. মুসলিম হা/১০৬৬ (১৫৪); সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৭৫ পৃ.।
৭. মুসলিম হা/১৭১৮; বুখারী হা/২৬৯৭; মিশকাত হা/১৪০।

আলেম আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী স্বীয় ‘ফাতাওয়া’ গ্রন্থের ২য় খণ্ড ৭২ পৃষ্ঠায় বলেন, এটি মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী-র কোন বইয়ে নেই এবং বর্ণনাটি জাল ও বাতিল। হাদীছের কোন কিতাবে উক্ত বর্ণনার চিহ্ন মাত্র নেই’।[৮]

(২) মাইয়েতের বাড়ীতে ‘খানা’র অনুষ্ঠান সিদ্ধ প্রমাণ করার জন্য আরেকটি ভিত্তিহীন হাদীছের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) একজন মাইয়েতকে দাফন করে ফিরে আসছিলেন। এমন সময় মাইয়েতের স্ত্রী তাদের খানার দাওয়াত দেন। তিনি সে দাওয়াত কবুল করেন এবং সাথীদের নিয়ে তা ভক্ষণ করেন’। অথচ দাওয়াত দাতা মাইয়েতের স্ত্রী ছিলেন না, বরং অন্য একজন কুরায়শী মহিলা ছিলেন। মুদ্রণ প্রমাদের কারণে ‘গোল তা’র স্থলে ‘গোল হা’ হয়ে গেছে। অর্থাৎ دَاعِى امْرَأَةٍ এর স্থলে دَاعِى امْرَأَتِهِ হয়ে গেছে। যার অর্থ ‘মাইয়েতের স্ত্রীর পক্ষে আহ্বানকারী’। এই ভুলটি কেবলমাত্র সংকলন গ্রন্থ মিশকাতে হয়েছে *(মিশকাত হা/৫৯৪২ ‘মু‘জিযা সমূহ’ অনুচ্ছেদ)*। নইলে মূল হাদীছ গ্রন্থ সমূহে دَاعِى امْرَأَةٍ রয়েছে। যার অর্থ ‘জনৈকা মহিলার পক্ষে আহ্বানকারী’।[৯]

শোকসভা ও খানাপিনা :

মাইয়েতের বাড়ীতে জমা হয়ে শোকসভা ও খানা-পিনা করাটা জাহেলী প্রথা মাত্র। জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী (রাঃ) বলেন, كُنَّا نَرَى الاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ ‘আমরা মাইয়েতের বাড়ীতে জমা হওয়া ও সেখানে খানা-পিনা করাকে শোক পালন হিসাবে গণ্য করতাম’ *(ইবনু মাজাহ হা/১৬১২)*। যা নিষিদ্ধ এবং জাহেলী প্রথা মাত্র।[১০] এতে প্রমাণিত হয় যে, কারো মৃত্যুতে শোকসভা করা নিষিদ্ধ।

এর বিপরীতে ইসলামী বিধান হ’ল মাইয়েতের পরিবারের লোকদের (কমপক্ষে) একটি দিন ও রাত পেট ভরে খাওয়ানো। জা‘ফর বিন আবু

৮. প্রফেসর নূর মুহাম্মাদ চৌধুরী, ‘রুসূমাতে মুসলিম মাইয়েত’ (লাহোর : উর্দূ বাযার, ফায়যুল্লাহ একাডেমী, এপ্রিল ২০০৭) ২৫-২৬ পৃ.; মোখতার আহমাদ নাদভী (১৩৪৯-১৪২৮ হি./১৯৩০-২০০৭ খৃ.) ‘কুরআনখানী ও ঈছালে ছওয়াব’ (প্রকাশক : তাও‘ইয়াতুল জালিয়াত, রাবওয়াহ, রিয়াদ, তাবি) ১৯-২১ পৃ.।

৯. আবুদাঊদ হা/৩৩৩২; আহমাদ হা/২২৫৬২; বায়হাক্বী, দালায়েল হা/২৫৬৯, ৭/৫৯ পৃ.।

১০. বুখারী হা/১২৯৭; মুসলিম হা/১০৩; মিশকাত হা/১৭২৫ ‘জানায়েয’ অধ্যায়।

তালিব (রাঃ) শহীদ হ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার প্রতিবেশীদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১১]

কবরে কুরআন পাঠ ও তার ছওয়াব মাইয়েতকে বখ্শে দেওয়া :

এ বিষয়ে মূলতঃ চারটি যঈফ হাদীছ বলা হয়ে থাকে। (১) হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কবরে গিয়ে ১১ বার সূরা ইখলাছ পড়বে ও তার ছওয়াব মোর্দাদের বখ্শে দিবে, সে ব্যক্তিকে মৃতদের সংখ্যা অনুযায়ী ছওয়াব দেওয়া হবে'। (২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানে গিয়ে সূরা ফাতেহা ও তাকাছুর পড়বে। অতঃপর বলবে যে, হে আল্লাহ আমি তোমার যে কালাম পড়লাম তার ছওয়াব এই কবরস্থানের সকল মুমিন-মুসলমানকে বখ্শে দিলাম' তাহ'লে ঐ মাইয়েতগণ সকলে আল্লাহ্র নিকট তার জন্য সুফারিশ করবেন। (৩) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করবে ও সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, আল্লাহ ঐ মোর্দাদের কবরের আযাব হালকা করবেন'। (৪) আনাস (রাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে আরেকটি বর্ণনায় এসেছে যে, যখন কোন মুমিন আয়াতুল কুরসী পড়ে ও তার ছওয়াব মৃতদের বখ্শে দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের সকল কবরে নূর প্রবেশ করিয়ে দেন। তাদের কবরগুলিকে প্রশস্ত করে দেন। পাঠকারীকে ৬০ জন নবীর ছওয়াব দেন। প্রত্যেক মাইয়েতের বিপরীতে তার মর্যাদার স্তর একটি করে বৃদ্ধি করে দেন এবং প্রত্যেক মাইয়েতের বিপরীতে তার আমলনামায় দশটি করে নেকী লেখা হয়'।

ছাহেবে তোহফা বলেন, উপরোক্ত হাদীছগুলি ঈছালে ছওয়াবের পক্ষে বলা হয়ে থাকে। অথচ এগুলি সবই যঈফ। মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণ যে বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন'।[১২]

আল্লাহ বলেন, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى- وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى- ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى- 'মানুষ তাই পায়, যা সে চেষ্টা করে'। 'আর তার কর্ম

১১. আবুদাঊদ হা/৩১৩২; ইবনু মাজাহ হা/১৬১০; তিরমিযী হা/৯৯৮; মিশকাত হা/১৭৩৯; আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানায়েয, মাসআলা ক্রমিক ১১৩, পৃ. ৭৪; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৪৬ পৃ.।

১২. আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (মৃ. ১৩৫৩ হি./১৯৩৪ খৃ.), কিতাবুল জানায়েয (উর্দূ); (এলাহাবাদ, ভারত : ৫ম সংস্করণ ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খৃ.) ৯৬-৯৭ পৃ.।

সত্বর দেখা হবে'। 'অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে' *(নাজ্ম ৫৩/৩৯-৪১)*। আল্লাহ্র এই স্পষ্ট বক্তব্য থাকার পরেও একজন আমলহীন মাইয়েত কিভাবে অন্যের আমলের ছওয়াব পেতে পারেন? তাহ'লে তো ধনী লোকেরা তাদের সম্পদের বিনিময়ে বিভিন্ন লোককে দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত, ছালাত, ছিয়াম ও হজ্জ-ওমরাহ করিয়ে তাদের পিতা-মাতাদের আমলনামা ভারী করতে পারেন। যা কখনোই সম্ভব নয়। অথবা দ্বীনদার সন্তান প্রতিদিন তার ছালাতের সঙ্গে পিতা-মাতার জন্য অতিরিক্ত ছালাত যোগ করে তাদের আমলনামা ভরে দিতে পারেন। বস্তুতঃ এগুলি সবই কল্পনা মাত্র। যার পিছনে শরী'আতের কোন দলীল নেই।

দৈহিক ইবাদত :

সন্তানের আর্থিক ইবাদতের ছওয়াব মাইয়েত পাবেন, এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তবে ইবাদতে বদনী তথা দৈহিক ইবাদতের ছওয়াব মাইয়েত পাবেন কি-না, সে বিষয়ে অনেকে মতভেদ করেছেন। জামে' তিরমিযীর আরবী ভাষ্য তুহফাতুল আহওয়াযীর জগদ্বিখ্যাত প্রণেতা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, ইবাদতে বদনী, যেমন কুরআন তেলাওয়াত, ছালাত, ছিয়াম ইত্যাদির ছওয়াব মাইয়েত পাবেন মর্মে কোন ছহীহ ও স্পষ্ট হাদীছ প্রমাণিত হয়নি। দৈহিক ইবাদতের ছওয়াব তারা পাবেন মর্মে যেসব হাদীছ বলা হয়ে থাকে, তা সবই যঈফ। তার মধ্যে উপরোক্ত চারটি বর্ণনাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। (৫) এছাড়াও আরেকটি হাদীছ বলা হয়ে থাকে যে, জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আমার পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের সাথে নেকীর কাজ করতাম। এখন তাদের মৃত্যুর পর তাদের সাথে কিভাবে নেকীর কাজ করব? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, নেকীর পরে নেকী এই যে, নিজের ছালাতের সাথে তাদের জন্য ছালাত আদায় করবে এবং নিজের ছিয়ামের সাথে তাদের জন্য ছিয়াম রাখবে'। এ হাদীছটিও যঈফ এবং আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়।[১৩] সম্ভবতঃ এর

১৩. কিতাবুল জানায়েয ১০০-০১ পৃ.। শাওকানী ও মুবারকপুরী উভয়ে হাদীছটি দারাকুৎনীর বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা সেখানে পাইনি। বরং এটি মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১২২১০। আর এটি যে যঈফ, সে বিষয়ে ছহীহ মুসলিমের ভূমিকায় বিস্তারিত আলোচনা এসেছে *(দ্রঃ ঐ, মুক্বাদ্দামা ১/১২)*। ছাহেবে মিরক্বাত ও ইমাম শাওকানী উভয়ে উক্ত যঈফ হাদীছের ভিত্তিতে ইবাদতে বদনী তথা ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত ও যিকরের ছওয়াব মাইয়েতকে বখশে দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন *(মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী আফগানী (মৃ. ১০১৪ হি.), মিরক্বাত শরহ মিশকাত হা/২০৩৫-এর আলোচনা; ইমাম শাওকানী ইয়ামানী*